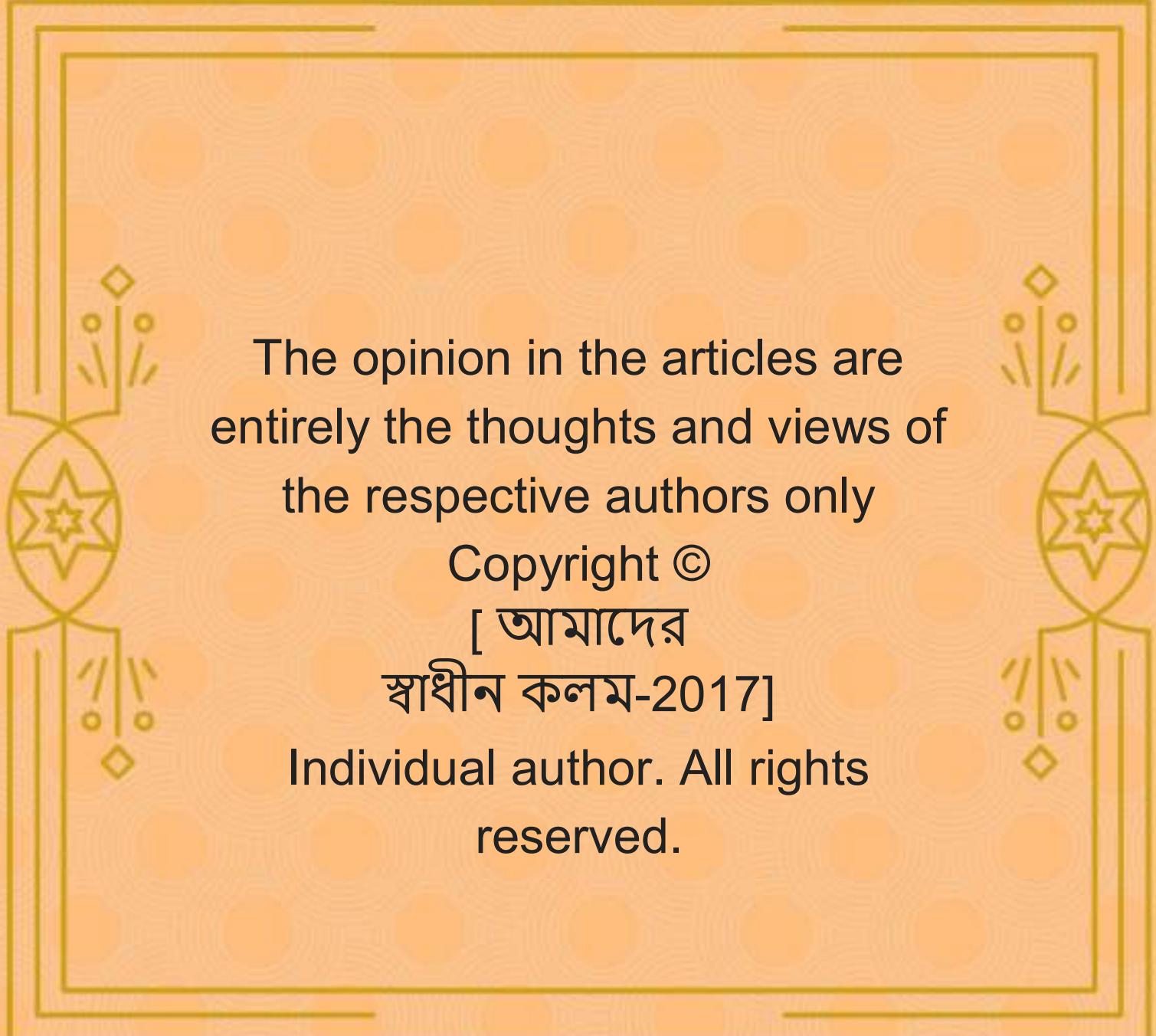


আমাদের

স্বাধীন

কলম

SEPTEMBER 2017 ■ আশ্বিন ১৪২৪



The opinion in the articles are
entirely the thoughts and views of
the respective authors only

Copyright ©

[আমাদের
স্বাধীন কলম-2017]

Individual author. All rights
reserved.

আমাদের স্বাধীন কলম

[মুক্ত মনের বার্তা বয়ে এসেছি স্বাধীন কলম হয়ে]

[প্রচ্ছদ: অরিত্র দত্ত]

উৎসর্গ: কবিগুরুর পদতলে
আমাদের ক্ষুদ্র পুষ্পাঞ্জলি

সম্পাদকীয়

'উদ্ব্রান্ত সেই আদিম যুগে' - কথাটি পড়েছিলাম রবিঠাকুরের 'আফ্রিকা' কবিতায়। সেই ভাবনার আশ্রয়েই একটু রূপ বদল করে বলতে চাই - উদ্ব্রান্ত এই অধুনাকালে আমাদের চারপাশের সবকিছুই কেমন অনিশ্চয়তার বাতাবরণে দোদুল্যমান। মানবিক মূল্যবোধ তুচ্ছ করে আজ মহীরূহ হয়ে উঠেছে মিথ্যাচার, অনাচার ও দুর্বীতি। সমাজের সর্বস্তরে ভাঙনের নেশা। আমরা বিশ্বাস করি, যে কোনো সুস্থ সৃজনশীলতার মাধ্যমে দমন হতে পারে অনেক কু-অভ্যাস। আর সেই চেতনা থেকেই উদ্যোগ নিয়েছি পত্রিকা 'স্বাধীন কলম' প্রকাশ করার। আমাদের ভালোলাগা ও ভালবাসা প্রকাশ পেয়েছে আঁকা, ছবি, লেখা নানা উপাদানে। প্রথম প্রয়াস হিসাবে কিছু ত্রঙ্গটি-বিচ্যুতি থাকলে তা সহদয় পাঠকবর্গ নিশ্চয়ই দেখবেন ক্ষমা-সুন্দর দৃষ্টি দিয়ে। চেষ্টা করবো ভবিষ্যতে 'স্বাধীন কলম' যেন তার মান ও স্বাধীনতা বজায় রাখতে পারে। আকাশে বাতাসে আজ ভাসছে আগমনীর সুর। 'স্বাধীন কলমে'র আগমনে পাঠকবর্গকে জানাই পরম প্রীতি ও শারদীয়া শুভেচ্ছা।

সহযোগিতায় এবং প্রকাশনায় দুরদেশী



পরিচয় বার্তা

...স্মৃতি বেগ বিশ্বাস

স্বাধীন চিন্তায় "স্বাধীন কলম" প্রকাশ করছে যারা,
বিশ্বাস রাখি জীবন প্রবাহে, পিছুপা হবেনা তারা।
সৃজনশীলতা মহৎ সে গুণ, সুধা-বারি ঢালে মনে,
"স্বাধীন কলম" পড়ুক সবাই, দিকে দিকে প্রতি জনে।

সূচিপত্র

আমি বিশ্বাস করি	দেবার্ঘ্য কুমার চক্রবর্তী
পুজো	অরিত্রি দত্ত
নাটকীয়তা	অনিবান মানা
তোমার চিহ্ন	সোহান ঘোষ
তোমারো সন্ধানে	অরিত্রি দত্ত
যা বলা হবে না কোনোদিন	ডালিয়েন বোস
স্বপ্ন	সায়ক চক্রবর্তী
বিসর্জন	দেবার্ঘ্য কুমার চক্রবর্তী
পুজো মানে	স্মৃতি বেগ বিশ্বাস
এক ঝাঁক রোদুর	স্বপ্ননীল হালদার
শঙ্খচূড়	অনিবান মানা
মা আসছেন	স্বপ্ননীল হালদার
স্বপ্নের হাতছানি	চন্দ্রমৌলী দাস
স্বপ্ন	অভীক দত্ত
বন্ধু	অনিবান মানা
গল্ল বলাই কাজ	সোহান ঘোষ
বঙ্গনারী	সোহান ঘোষ
তথ্যচিত্র	সপ্তরথী
অণুগল্ল: মেয়েটি	চন্দ্রমৌলী দাস

তিলোগ্রামা কলকাতা

পিয়ালী পাল, দেবাধ্য কুমার চক্রবর্তী

Travel blog

আগমনী মন্ডল, স্বপ্ননীল হালদার

Photograph blog

অর্কপ্রভ নক্র

Drawings

পিয়ালী পাল, রূপম রানা, আত্রেয়ী হালদার, দুর্জয় চৌধুরী
শঙ্গু ভট্টাচার্য, প্রতি সরকার

আমি বিশ্বাস করি

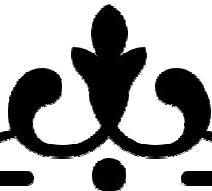
তারা সবসময় বিশ্বাস করে;
সত্যের সাথে আস্তার প্রেমে
তারা সবসময় বিশ্বাস করে।
যখন সন্দেহ অবিশ্বাসের ধোঁয়া,
ঘিরে আছে এই সভ্যতাকে,
দুপুর বারোটার সোনালী রোদুরে,
যখন দেখা যায় না নীল আকাশ,
আকাশের বুকে ভেসে যাওয়া তুলোর মতন মেঘ;
তখন তারা বিশ্বাস করে।
কয়েকটা মাস, বেশ কিছু দিন,
অনিদ্রায় কেটে যাওয়া বেশ কটা রাত্রি;
বুকের রক্ত মুখে তুলে,
আমার মেহনতের ভারতবর্ষ
তিলতিল করে যে স্বপ্ন দেখে,
যে উৎসবকে বাস্তব রূপ দেয়;
দেশের সেই ঘাম ভেজা
মাটির মানুষ বিশ্বাস করে।
একটা একটা বাঁশ, প্লাইউড এর টুকরো,
ভাঙ্গা খেলার সহস্র খেলনা,
বোঝাই করে ডেকোরেটার্সের টেম্পো;
দিনের পর দিন পরিশ্রম করে গড়ে তোলা;
নতুন জামার গন্ধ মাখা
চার পাঁচটা দিন মাত্র,

সাজানো এক ক্ষনিকের সংসার
পরিণত হয় নগ শুশান ভূমিতে।
সেই শুশানে চিতার দিকে তাকিয়ে
তারা বলে - আমরা বিশ্বাস করি।
 ইছামতির জলের প্রোতে,
ভেসে আশা পতাকার ভিড়ে,
আলগা হয় কঁটাতারের বেড়া।
 জলের বুকে ধীরেধীরে
ছলছল করা মায়ের চোখ;
তার দিকেও তাকিয়ে তারা বলে,
জানি ফিরবে তুমি
সেই এক আঙ্গিনায়;
আমি আছি, আমি বিশ্বাস করি॥

..... দেবার্ঘ্য কুমার চক্রবর্তী

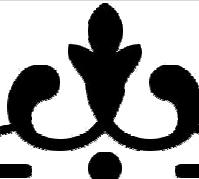


Atreyi Halder



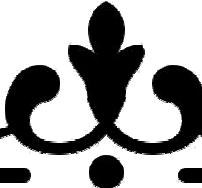
পুজো

হ্যাঁরে তোর মনে পড়ে,
ছোটবেলার কথা;
যখন ছোট ছিলিস,
যখন ছিলিস উৎসাহের সমুদ্র,
যখন আমাদের হাত ধরে ঘোরাটাই ছিল
তোর পুজোর উদ্দেশ্য।
মানুষের ভিড়ের মধ্যেও আমরাই
ছিলাম পুজো দিনের সাথী।
তারপর হঠাত একদিন বড় হয়ে গেলি;
সেই উৎসাহ, সেই উদ্দীপনা, সেই বুক ভরা আশা
সবই এক থেকে গেলো।
শুধু মা বাবার জায়গা নিলো বন্ধুরা।
বাবা মার কমতে থাকা প্রাধান্য
আর বন্ধুদের বাড়তে থাকা গুরুত্বের মধ্যেই
কবে যেন বড় হয়ে গেলি,
হ্যাঁ রে তোর মনে পড়ে,
সেই দিনটার কথা?
যেদিন প্রথম একরাশ উৎসাহ, আশা, ভয় চেপে
সামনে এসে দাঢ়িয়েছিলিস;
এসে বলেছিলিস তোর জীবনসাথীর কথা,
সে সব দিন তো আজ অতীত;
যেমন করে লোহায় মরছে পরে,



যেমন করে বরফ গলে,
তেমন করেই আলগা হয়ে যায় আমাদের সম্পর্কের বাঁধন।
শুধু একই থেকে যায় কিছু স্মৃতি;
আজ মহালয়া,
বেজে উঠছে আগমনীর সুর,
তবু সেই উৎসাহের আর দেখা মেলে না;
এ বৃদ্ধাশ্রমের পুজো,
পদ্ম ছাড়া পুজোর মতোই;
ঘটে সে অনায়াসেই
তবু যেন থেকে যায়, অপূর্ণতার ছাপ;
সেই অপূর্ণতা খেঁজে এক নতুন ভোর,
সে ভোর পূর্ণতার আশায়
চিরঅপেক্ষামান।

..... অরিত্র দত্ত



নাটকীয়তা

কেউ কথা রাখেনি,
না কেউ ই কথা রাখেনি।
ভাঙ্গের শেষ প্রহরের
প্রথমার শেষ লগনে,
কেঁদেছিল দৃ বুক চিরে
উষামাথা নীল গগনে

যে ছিল বন্ধু নাকি
ঠোঁটে এক চিলতে হাসি,
তবে চোখ, জলে রাঙ্গিয়ে
বলেছিল ভালোবাসি।

কাটিয়ে দুই দুটা মাস
সে রঙিন বন্ধু সেজে,
সে জানায় থাকবে পাশে
অচিরেই চোখটা ভেজে।

শেষে এক প্রহর এল
পাখি রঙ দেখতে পেল,
রাঙ্গিয়ে ঠোঁটের আগল
প্রেমে মন রাঙ্গিয়ে নিল।

তবে,

নাটকীয়তা লাগলো তাই না? জানি,
বন্ধুটাকে খুবই ন্যাকা বলে মনে হবে আপনার।
শুনুন তবে, তামাকের নীল ধোঁয়াতে

অভিমানে বৃষ্টি ভিজে,
অচিরেই বলছে হেসে
আজও সে ভালোবাসে।

যে সোনার পাথর বাটি
স্বর্ণের হলদে আভা,
থাক তুই স্বপ্ন হয়ে
দানবের লালচে থাবা।

সে দানব মালিক ওরে
প্রেমে তার বাস্তু ঘোরে,
সে প্রেমে নেই নিকোটিন
মেনে নেওয়া বড়ই কঠিন।

তবু তুই যাসনা ভুলে
তোর সেই নীল নিকোটিন,
তুলে নিস দন্ধ কাঁধে
বন্ধুত্বের রাঙানো কফিন।

.....অনিবান মানা



Rupam Rana

Rupam Rana
LG. 8.17.



তোমার চিহ্ন

ডুমুরে ডাল, মাকড়সার জাল,
আর ফাটা ঘুলঘুলি;
এভাবেই আমি চাঁদকে চিনি।

পূর্ণিমা হোক বা অমাবস্যা,
শরীর জুড়ে অঙ্ককার;
সানাই কিংবা রজনীগন্ধা,
আসলে সবই অনাচার।

ঠিক যেমন ভাবে তোমার কাছে
বার্তা যায় বন্ধ খামে,
তেমন ভাবে
আমার চোখে সন্ত্বে নামে।

বোধহয় নাটক;
তাই চাঁদ নিজেকে আড়াল করে,
তবে মাকড়শাটা জাল বোনে
আজও বাঁধা গতে।

অতএব
সজ্জিত সুখেই পালিত হোক প্রেম;
তোমার চিহ্ন লেগে থাকে
আমার জীবন্ত ক্ষতে॥

.....সোহান ঘোষ

তোমারো সন্ধানে

সবুজ ঘাসের অবুঝ খেলা,
গগনপারে মেঘের ভেলা,
মনেতে সব রঙের মেলা,
তোমারো সন্ধানে।

বিহঙ্গেরও মনের আশা,
বাধবে সে এক নতুন বাসা,
মনেতে তার ভালোবাসা,
তোমারো সন্ধানে।

বইছে বায়ু নতুন করে,
তোমার আগমনীর ভোরে,
বন্ধন এসব যাবেই সরে,
তোমারো সন্ধানে॥

..... অরিত্রি দত্ত

যা বলা হবে না কোনোদিন

দুজন মানুষ;
একই শহরের দুই প্রান্তে;
দুজনেই আপন খেলায় মত্ত,
একজন অপরজনকে ঘেন্না করে,
আর অন্যজন ভাবে কি যায়
আসে তাতে? জীবন টা তো ছোট,
ক্ষমা করে দিতে হয়।
দুজনের একজন ভাবে না
এইরকম রাতগুলো তারা
একসাথে হাঁটার কথা বলেছিলো;
সত্যি জীবন খুব ছোট।
কথা ছিল সাত পাক ঘোরার,
আজ সে এসেছে, সানাই এর সুরের সাথে মিশেছে রজনীগন্ধা;
আলোয় ভেসেছে চারিদিক, সবই এক আছে,
যেমন মেঘেটা স্বপ্ন দেখেছিলো,
শুধু যে সিঁদুর দেবে বলেছিলো সে দিয়ে গেছে উপহার;
হাতে নিয়ে বসে আছে সে সেই উপহার;
আজ মেঘেটার বিয়ে।
জানি তুই দূরে আছিস;
রোজ তোর দৃষ্টির সাথে দেখা হয়না আমার,
স্পর্শ পাইনা রোজ তোর।
তবু জানি বিকেলের যে রোদটুকু তোকে ছয় রোজ,
সেটায় আমার নাম লিখে দিস তুই।
থাকুক না দূরত্ব, কি বা আসে যায় তাতে? আমি তো মনে মনে জানি
আমার শয্যা তোরই ওই পাশটাতে।

.... ডালিয়েন বোস

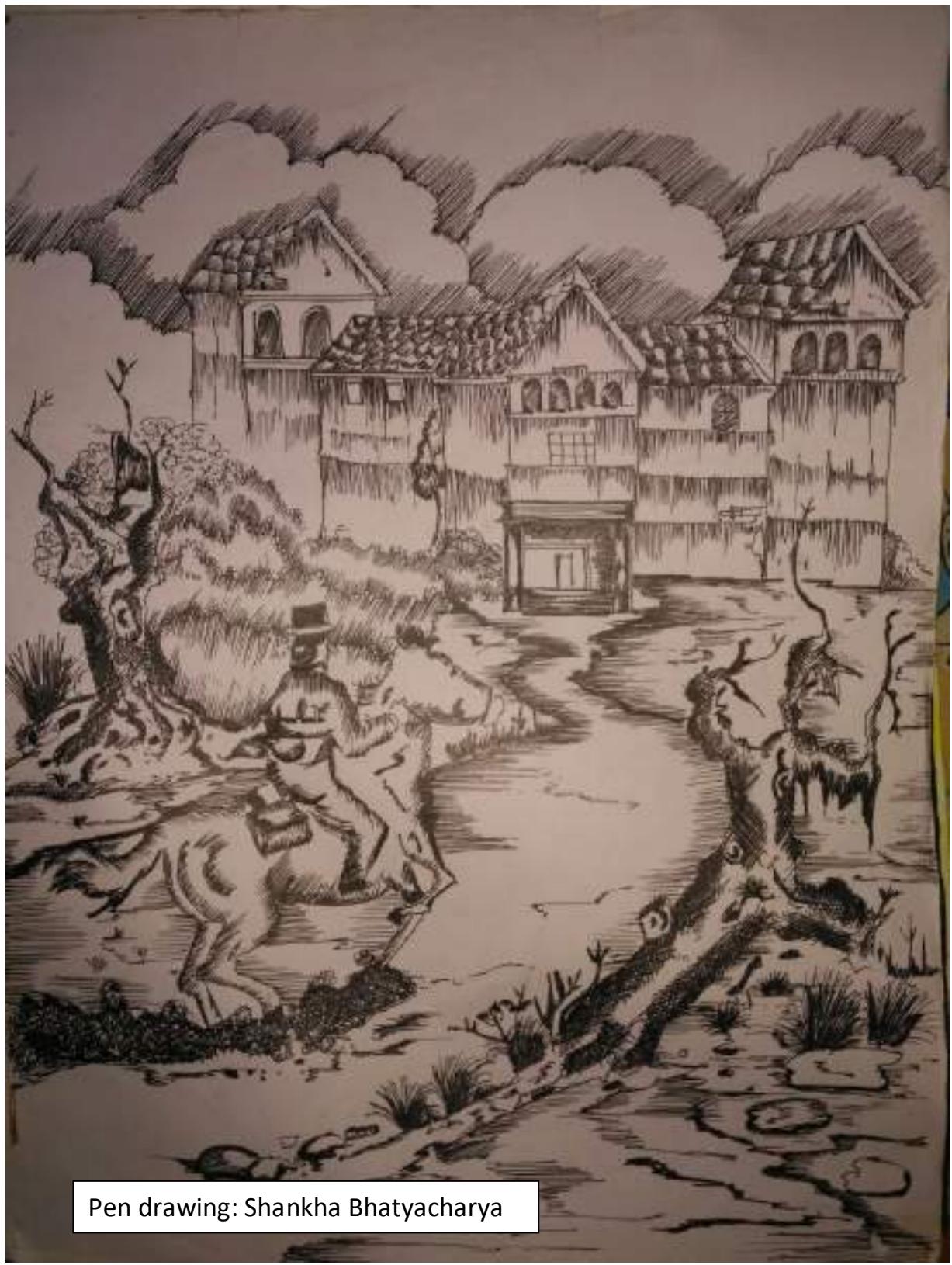
স্বপ্ন

আমাদের একটা স্বপ্ন ছিল;
বেশ বড়ো অনেকটা আকাশ ছোঁয়া।
স্বপ্নের রং ও ছিল।
সাধারণ কিন্তু মিষ্টি যেসব রং;
আমাদের মনের মতন।
আমরা স্বপ্নের মধ্যে বাস করতাম;
আমাদের বগড়া হতো,
আবার চিলি চিকেন ও হতো
রোজকার দিন সামলে,
নাইট গাউন আর ঘুম জড়ানো চোখে,
আমরা স্বপ্ন দেখতে যেতাম।
চোখে চাঁদের হাসি মাখা থাকতো,
আর ঘখন আমাদের স্বপ্নের চারপাশে,
ভোরের আলো, শিশির আর বাঞ্ছবতা
নেমে আসতো।
আমরা স্বপ্নের জাদুকরের দেখা পেতাম,
সকালের বারুইপুর ক্যানিং লোকাল ধরে,
স্টিলের ক্যানে পাঞ্চা ভোরে তারা
স্বপ্ন বানাতে আসতো শহরে;
বালি, সিমেন্ট দিয়ে মশলা বানাতো,
ইঁটের গাঠুনি উঠতো,
আমাদের স্বপ্ন তৈরী হতো
তিনতলা উঁচু,
নেরোল্যাক পেইন্টের চাদরে মুড়ে;
জাদুকর আমাদের স্বপ্ন উপহার দিতো,
আমরা চিলি চিকেন বানাতাম।

..... সায়ক চক্ৰবৰ্তী

Shankha Bhattacharya





Pen drawing: Shankha Bhattacharya

বিসর্জন

অওর কুচ হি দের মে হাম কলকাতা মে উত্তরেছে - শুনেই
আনন্দের এক অদ্ভুত অনুভূতি ছুঁয়ে গেল সমরেশেকে। কত বছর
হয়ে গেল সে বিদেশে আছে, তবু কলকাতা, তার নিজের শহরে
বারবার ফেরার তাগিদ তার আর গেল না। আর পুজো হলে তো
কোনো কথাই নেই - একেবারে পুরো ঘোলো আনা।

প্লেনের জানলা দিয়ে বারবার তাকাচ্ছে সমরেশ। রাতের অন্ধকারে
চাপা পড়ে গেছে এই শহরের বুকে জমে থাকা হাজারো ক্ষেত্র
। নানা রঙের মায়াবী আলোয় কলকাতা এখন তিলোত্তমা। প্লেনে
বেশ ভালো ঘুম হয়েছে সমরেশের। নিজের মনে মনেই এই
কদিনের একটা ছক কেটে ফেলল সে, - আজকে পাড়ার
পুজোগুলো দেখে নেব। কালকে না হয় বাকি কলকাতা। গতকাল
আর আজকের মধ্যে কিছু সময়ের পার্থক্য মাত্র। কিন্তু তার মধ্যে
প্রেক্ষাপট বা চিত্রনাট্যের স্ত্রিপট সবই অদলবদল।

গতকালের কথা মনে পড়তেই একটা
দীর্ঘশ্বাস ফেলল সমরেশ। সত্যিই বাঁচানো গেল না ছোট শিশুটাকে।
কতই বা বয়স হবে - মাত্র ছয়। অনেক চেষ্টা করেছিল হাসপাতালে
ওরা সবাই। সমরেশের কাছেই ছেলেটা এসেছিল পেশেন্ট হয়ে - এই
দু-তিন মাস আগে। ক্যান্সারের লাস্ট স্টেজ। সেই সাথে বাবা-মার
বিবাহবিচ্ছেদ, আবার তাদের অন্য জায়গায় বিয়ে - সব মিলিয়ে
মানসিক অবসাদও বাসা বেঁধেছিল তার মধ্যে। এইসব ভাবতে
ভাবতেই একটা ছোট ঝাঁকুনি দিয়ে প্লেন কলকাতার মাটি ছুঁয়ে
ফেলেছে। তাড়াতাড়ি পা চালাল সমরেশ। বেরিয়েই প্রিপেড ট্যাঙ্কি
ধরতে হবে। নয়তো লম্বা লাইনের ধাক্কা। আর এখন তো অনেকেই
কলকাতা ফেরে। বিদেশীরাও আসে প্রচুর। রাস্তায় স্বাভাবিক ভাবেই
ভীড়, মানুষে গাড়িতে রেষারেষি, কে নেবে কার জায়গা।
ট্যাঙ্কি ছুটে চললো পুজোর কলকাতা ভেদ করে। টালিগঞ্জ

করুণাময়ী মোড় দিয়ে ডানদিকে ঘুরে সমরেশের ছিমছাম ফ্ল্যাট
তার এই ধামটি নিতান্তই নতুন - বছর খানেকের হবে। ঘড়িতে
পাঁচটা বাজে। কলকাতায় হাতে মাত্র কটা দিন। ছ'টাতেই বেরোবে
বলে ঠিক করল সমরেশ।

এদিকে বাড়িতে ঢোকার সাথে সাথে হাজারো
নোটিফিকেশনে মোবাইল ভরে গেছে। তার মধ্যে কয়েকটা
অফিসিয়াল ইমেইল আছে হাসপাতাল থেকে। সেগুলোর উত্তর
দিতে দিতে ঘরটা একটু গুছিয়ে নিল সে। বন্ধুদের ফোন করে জেনে
নিল সবাই প্যান্ডেলে আছে কিনা। তারপর নতুন পাঞ্চাবিটা গায়ে
গলিয়ে বেরিয়ে পড়ল সমরেশ। মাত্র কদিনের জন্য, সব সমস্যা,
যুদ্ধ, গোলাগুলি ভুলে শহর সেজে উঠেছে আলোকমালায়। পাড়ার
সেই পুরোনো প্যান্ডেলে তুকেই সামনে পেয়ে গেল সুদীপ আর
সুব্রতকে।

- কীরে ভাই কেমন আছিস?
- ওই বেঁচে আছি। তোর হালচাল বল। পুরো তো সাহেব!
- চল হাট। কথা পরে হবে। চল বেরিয়ে পড়ি।
- হ্যাঁ, আবার লম্বা লাইনের তো চাপ আছে।

বেরিয়ে পড়লো তিনজনে। সেই স্কুল থেকে সহপাঠী। সুব্রত আর
সমরেশ এক কলেজে পড়লেও সুদীপ আলাদা কলেজে। তবে
কেয়ার অফ মুখপুস্তিকা - যোগাযোগ আছে ভালোই।

- তুই থাটিন্ত না ফোটিন্ত যাচ্ছিস বললি?
- ওই তেরো চোদোর মাঝামাঝি, রাতের বেলা ফ্লাইট, তেরোইধৰ্
- ও, খেতে ডাকচিস্ কবে ?
- তুই যেদিন বলবি, স্পন্সর তো তুই।
হেসে উঠলো সবাই। এই খেতে চাওয়া আর খাওয়া ক্লাস ফোর থ্রি
থেকে শুরু হয়েছে। আজ এত বড় হয়েছে সবাই। তাও এই প্রশ্নটা
বদলায় নি। ভাই খাওয়াচ্ছিস কবে?"

ঠাকুর দেখে, ফুচকা -বিরিয়ানি স্বস্থানে চালান করে বাড়ি ফিরতে বাজল
প্রায় রাত এগারোটা । ওরা ঠিক করেছে কালকে খাস কলকাতার ঠাকুর
দেখে নেওয়া হবে। সেই পুরোনো বাগবাজার বা কলেজ স্ট্রিট ঠাকুর না
দেখলে পুজো আর জমে না

তবে তার আগে সকালে সমরেশের বাজার যাওয়াটা মাস্ট। বাড়িতে
চাপাতার খালি কৌটোটাও আজ ওর দুরবস্থা দেখে মুখ টিপে হেসেছে।

পরদিন সকালেই থলে হাতে বাজারের পথে বেরিয়ে পড়ল সমরেশ
। "হাট বসেছে শুক্রবারে, বক্সিগঞ্জে পদ্মা পারে" - এই হাট যদিও বসেছে
পাঁচ মিনিটের হাঁটা পথে করুণাময়ী বাজারে। মাছের দাম ফিবছুরই
উর্ধ্বমুখী। বাজার করে বেরোনোর পথে সমরেশ ভাবলো - একটা
আনন্দবাজার নিয়ে নেই। আজকাল অনলাইনে পত্রিকাটা পড়ে নিলেও
হাতে নিয়ে এপাতা ওপাতা উল্টানোর মজাই আলাদা। তাছাড়া পুজোর
প্রোগ্রামের লিস্ট তো পাওয়া যাবে।

বাড়ি এসে বাজারটা তুলে রেখে চায়ের কাপে একটা
আয়েশের চুমুক দিয়ে সে চোখ রাখল খবরের কাগজে। দেখেই মনটা
ছ্যাত করে উঠলো ! কালো কালির মোটা হেডলাইন। সিরিয়ায় শিশু
হাসপাতালের ওপর বোমাবর্ষণের ফলে মৃত্যু হয়েছে একষটি জন
শিশুর। এই শিশুদের একজনও না জানে যুদ্ধের কারণ, না বোঝে
আইডিওলজির কচকচানি। আর এই শিশুরা তো হাসপাতালে
চিকিৎসাধীন ! হাসপাতালে, যেখানে মানুষ জীবনের সাথে লড়ে,
যেখানে মনুষ্যত্বই শুরু ও শেষ কথা, জাতি ধর্ম বর্ণের যুক্তি যেখানে
অবান্তর। পরপর শুয়ে থাকা শিশুলোর মুখের ছবি তাকে আবার মনে
করালো গত পরশু হাসপাতালে মারা যাওয়া শিশুটির কথা। ডাক্তার
হওয়ার পরও মৃত্যু সমরেশকে এখনও একই ভাবে নাড়া দেয়। এসব
ভাবতে ভাবতে আর কাজের ফাঁকে সাড়ে দশটা কখন বেজে গেছে সে
বুবুতেই পারেনি। বন্ধুরা অপেক্ষা করবে। তাই মুড়টা বিগড়ে গেলেও
বেরিয়ে পড়লো সমরেশ। পুজোর দিনে বন্ধুবন্ধব আর ভিড়ে ঠাসা
রাস্তাঘাটেই মন ভালো করার মোক্ষম দাওয়াই।

ক্লাবের সামনে বাঁদিকে ঘুরেই মিষ্টির দোকান। সেখানেই

সুদীপ আর সুব্রত দাঁড়ানোর কথা । পেয়েও গেল ওদের ওখানে
। মেট্রোতেই যাওয়া হবে ঠিক হয়েছে । সুব্রত বলে উঠলো

- বিকেলে তোদের প্ল্যান কী ?
 - তেমন কিছুই নেই । কেন বল্ব তো ?
 - তাহলে, প্যান্ডেলে কিছুক্ষন থেকে আমার বাড়ি চলে আয় ।
সারারাত বসে আড়ডা হবে ।
 - তোর নিশাচরের স্বভাবটা গেল না সুব্রত । ঠিক আছে চলে আসব ।
 - আজকের খবরের কাগজ দেখেছিস ?
 - হ্যাঁ, তেমন কিছু তো নেইই । কেন বলতো ?
 - আরে সিরিয়ার খবরটা আছে না ! একষট্টিটা শিশুর.....
 - ও হ্যাঁ হ্যাঁ, আরে সে তো হামেশাই লেগে আছে ।
 - দেশটাকে যুদ্ধ আর বোমা তাই ডুবে যাবে ।
 - শুনেছি ওদের যুদ্ধের পেছনে যারা আছে তারা নাকি রীতিমতো
ভালোমাপের বিজ্ঞানী । ওদের ওখানে বোমা-টোমা তৈরির ল্যাব ও
আছে ।
 - কলকাতার মতোই ব্যাপার । বেশী বুদ্ধিজীবী একসাথে হলে এই হয় ।
সুদীপ আর সুব্রত হেসে উঠলো । সমরেশ একটু জোর করেই হাসল ।
মেট্রো এসে থামলো মহাত্মা গান্ধী রোড স্টেশনে । সেখান থেকে এবার
তিন বন্ধুর হাঁটা শুরু । প্রথম টার্গেট বাগবাজার । প্রতি বছর সবাই
একইরকম সাবেকী প্রতিমা দেখে যাচ্ছে, তবু মানুষের উদ্দীপনায়
ভাঁটা পড়েনি একফোঁটাও । হঠাৎ পাশ থেকে কানে এলো
 - কিছু দ্যান বাবু...
- শুনে ঘুরে তাকিয়েছে সমরেশ, বেরিয়ে আসার পথে । এক মা কোলের
শিশুকে নিয়ে শীর্ণ হাতটা বাড়িয়ে দিয়েছে । সমরেশ সবে মাত্র
মানিব্যাগ বের করে ১০ টাকা খুঁজছে, তখনি সুব্রত বলে উঠলো
- ওরে এত দয়া দেখালে পকেট তো ফাঁকা হয়ে যাবে ।
 - মানে !! পুজোর দিন তো ! এরা কি এমনি এমনি চায় রে ?
 - আরে ধুস, জ্ঞান না দিয়ে পাচালা । বেশি সন্ধ্যা হলে ভিড়ে ঠাকুর

দেখা মাথায় উঠবে ।

দশ টাকার নোটটা হাতে ধরা, বাধ্য হয়েই বেরিয়ে এল সমরেশ ।

এদেশে জিনিসপত্রের দাম রোজ বাড়ে, নতুন ট্যাক্স বসে, মানুষের দাম বাড়ে না.

তারপর বেশ কিছুটা হেঁটে সবাই পৌছালো কলেজক্ষেত্রারে ।

চন্দননগরের আলোকমালায় চারপাশ একেবারে স্বর্গ । আর স্বর্গাদপী গরিয়সী হিসাবে তো আলো করে আছেই বিশাল প্রতিমা.

এইভাবে মহম্মদ আলি পার্ক, শোভাবাজার রাজবাড়ি, আহেরিটোলা, বেনিয়াটোলা শেষ করে যখন সবাই সুব্রতর বাড়ি পৌঁছল, তিভিতে তখন রাত দশটার খবর। চাইনিজ আনাই ছিল। জমিয়ে ডিনার খেয়ে মাদুর নিয়ে সবাই উঠতে গেল ছাতে ।

এই একই ছাতে 'এক আকাশের নিচে' তিন বন্ধু কত গল্প যে করেছে, আর্কটিক থেকে এন্টার্কটিক, টি.এম.সি. থেকে সি.পি.এম. প্রায় সবাই ছুঁয়ে গেছে এই আড়ডা। তবু যেন ঠাকুমার ঝুলির মতন তা আর ফুরোতে চায় না ।

- সমরেশ, বিয়ে করছিস্ক কবে ?

- ও তো মেমসাহেব বিয়ে করবে.....সুদীপের টিপ্পনী

- ফালতু কথা সব। তবে তোদের জন্য মেমসাহেব খুঁজে দিতে পারি।

- থাক, আমার বাঙালীই ঠিক আছে ।

- বটে ! কেউ জুটেছে মনে হচ্ছে ...

- না জোটেনি, জুটে যাবে, চাপ নেই, আমি বলে কথা

- আচ্ছা !! আর আমরা দুজন কী আঙুল চুষবো ?

সবাই হেসে উঠলো। সাক্ষী থাকলো চাঁদ আর একদল ঝিঝি পোকা.

সুদীপ বললো

- আচ্ছা তোদের ওই পুকুরে আর ভূত নেই তো ?

- তুই এখনও ভয় পাস্ক নাকি?

- আছে নাকি !! ভাই আমি কাটবো
- আরে না না

সুদীপ ভূতে বেশ ভয় পায়। সুব্রত ওকে আগে বলেছিল যে বাড়ির পাশের পুকুরে নাকি ভূত আছে। সেই থেকে সুদীপ একা ভুলেও ছাদে আসে না।

এইরকম হাজারো গল্প করতে করতে কখন যে সকাল হয়ে গেছে কেউ জানে না। সকালে প্রায় বারোটা অবধি ঘুমিয়ে দুপুরের লাঞ্চ খেয়ে সবাই চলে গেল। আজ বিজয়া দশমী। কিছু মিষ্টি টিষ্টি তো কিনতেই হবে। সন্ধ্যায় সবাই মিলে ক্লাবের ভাসানে গেল। বাজনা, উদাম নাচ সব সেরে অনেক রাতে বাড়ি ফিরল সমরেশ।

পরদিন তেরো তারিখ। অনেক কাজ। গুচ্ছেতে হবে সুটকেসটা। পুজোর ফাঁকে প্রায় সময়ই হয় নি। সকালে একটু ফ্রেশ হওয়ার তাগিদে বেরিয়ে পড়ল সমরেশ মর্নিং ওয়াক করতে। দিনের এই সময়টাতে অনেক অদ্ভুত লোকজন দেখা যায়। কেউ শুধুই হাঁটে, কেউ হাজারো রকমভাবে ছেটে, কেউ হাঁটার ফাঁকে ফাঁকে কসরৎ করে, কেউ আবার তারই মধ্যে এ নাক থেকে ও নাকে আঙুল চালান করে প্রাণবায়ুকে সচল রাখার আপ্রাণ চেষ্টা চালায়।

বড়দীঘির ধারে চায়ের দোকানে এসে বসল সমরেশ।

- এক কাপ চা আর দুটো বিস্কুট
- হ্যাঁ, দিচ্ছি বাবু, পাঁচ টাকা

একটা নয় দশ বছরের ছেলে চায়ের কাপ আর বিস্কুট নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে - নোংরা জামা প্যান্ট, ঘাড়ে একটা গামছা।

- এই যে

সমরেশ চা-টা নিল

- তোমার নাম কী?
- কানাই
- কোন ক্লাসে পড় ?

- আমি তো স্কুলে যাই না, দোকানে থাকি ।
- সেকি !! পড়াশোনা করতে ইচ্ছা করে না ?
ছেলেটা চুপ করে থাকল কিছুক্ষণ । দোকানে কে যেন বলে উঠলো
- এই কানাই, চা দে, একটা চা
- বাবু আসছি, ডাকছে

ছেলেটা দোকানে চলে গেল । একটা নয় দশ বছরের ছেলে চা-এর দোকানে কাজ করে, আর আমরা স্কুল-কলেজের রচনায় শিশুশ্রমের নিয়ে যুক্তির ঝড় তুলি আর তারপরই বলে উঠি, " কানাই এক কাপ চা --- " ।

চা-টা নিয়ে সমরেশ একটু এগিয়ে গেলো দীঘি ধরে । এখানে পাড়ার অনেক প্রতিমাই ভাসান হয়েছে গতকাল । বাড়ির প্রতিমাগুলো কাছেপিঠের মধ্যে এই দীঘিতেই সাধারণত ডোবানো হয় ।

প্রচুর ফুল মালা, রংচটা প্রতিমার কাঠামো পড়ে আছে এখানে সেখানে । সামনে এক জায়গায় শাপলা ফুটে আছে একঝাঁক । সাদা শাপলায় ভরে গেছে দীঘির এই দিকটা । এগিয়ে গেল সমরেশ । শাপলার বনের মধ্যেই আটকে আছে প্রায় আটনটা প্রতিমা । রং চটে গেছে বেশ কয়েকটার । চিত হওয়া প্রতিমাগুলোর শরীরের বেশ কিছু অংশ চোখে পড়ে - সুড়োল নাক, অস্ত্রহীন হাতের কটা আঙুল, জড়ির পাড় বসানো আঁচল ।

সাদা শাপলার চাদরে ঢাকা সারিসারি প্রতিমার কাঠামোগুলির দিকে তাকিয়ে সমরেশের মনে পড়ে গেল খবরের কাগজে দেখা সারিবদ্ধ সিরিয়ান শিশুগুলির মুখ । এত জঁকজমকের পুজো, এত উদ্দীপনা, হাজার ব্যঙ্গতার পর যখন প্রতিমার বিসর্জন হয়, তখন প্রকৃতি কেমন তার কোমল ভালবাসার চাদরের আড়ালে তাকে সাদরে গ্রহণ করে । তেমনই কত আনন্দ, ভালবাসার মধ্যে জন্ম হয় একটি শিশুর । কিন্তু সমাজ আর সভ্যতা তাকে এমন জায়গায় ঠেলে দেয় যে সেখানে সে পড়াশোনা ছেড়ে দোকানে চা বেচে, ভিখারী মায়ের কোলে নিষ্ফল কান্নায় পুজো মন্দপ

ভরিয়ে তোলে, অসহায় বাবা-মা চোখের জলে তার ডেথ সাট্টিফিকেটে
সই করে। জীবনের মূল্য, সভ্যতার সংজ্ঞা সব ঘেন গুলিয়ে ঘাচ্ছে
সমরেশের। টুকরো টুকরো ছবি একেকটা ভাসছে। কে ঘেন তার কানে
কানে বলছে, "বাবার নাম" "মায়ের নাম" "আই অ্যাম সরি মিস্টার দাস"
। ডুকরে কানার কিছু শব্দ। তারই ফাঁকে ফাঁকে দীঘির জলের মতই
সর্বগ্রাসী নিষ্ঠুরতা।

.....দেবার্ধ্য কুমার চক্ৰবৰ্তী



পুজো মানে

পুজো মানে আকাশ-গাঁও সাদা মেঘের ভেলা
পুজো মানে ফুলের বনে কাশ-শিউলির খেলা ।

পুজো মানে শরৎ হাওয়ায় মনে খুশীর তান
পুজো মানে অন্তরিকায় আগমনীর গান ।

পুজো মানে প্রকৃতিতে শারদীয়ার সুর
পুজো মানে এক হয়ে যায় নিকট এবং দূর,
পুজো মানে প্রবাস থেকে নিজের ঘরে ফেরা
পুজো মানে দিনগুলি তো আনন্দেতে ঘেরা ।

পুজো মানে নতুন পোশাক হরেক রকম খাওয়া
পুজো মানে খোশ মেজাজে পুলক-গীতি গাওয়া ।

পুজো মানে ধনীর ঘরে অটেল আয়োজন
পুজো মানে গরীব মানুষ মেটায় প্রয়োজন ।

পুজো মানে আত্মহারা দিন-রাত্রি ভোলা
পুজো মানে দলে দলে মন্ডপেতে চলা,
পুজো মানে শাসন-রীতির বাঁধনখানা তুচ্ছ
পুজো মানে নর্তকী মন হাওয়ায় দোলায় পুচ্ছ ।

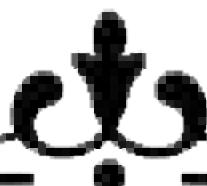
পুজো মানে বুকের মধ্যে ভালবাসার ঘর
পুজো মানে ভুলে যাওয়া কে আপন কে পর ।

পুজো মানে আবাহনের আনন্দ-উৎসব
পুজো মানে বিসর্জনের কাতর কলরব ॥

... স্মৃতি বেগ-বিশ্বাস



Durjoy Chowdhury



Travel blog: Dubai- Egypt : by – Agamani Mandal



- Left: dubai
- Up abu sim bel temple Egypt
- Below sphinx egypt



এক ঝাঁক রোদুর

এক ঝাঁক রোদুর, এক মুঠো হাসিতে,
ঘলকে পলকে মন ভোরে ওঠে খুশি তে,
উদ্দাম দিন আর নিঝুম নিশীথ এ,
শৈশব কেটে গেল

টেনশন ছাড়া সেই ফুরফুরে মনটা,
নেই তো সে ঢং ঢং পিরিয়ড -ঘন্টা,
বেজে বেজে উঠতো না পাশে রাখা ফোন টা,

জীবন পাল্টে গেল

বাবা - মার্ বকুনি, পলকে তে ভুলে যাওয়া,
চাইতে না চাইতেই যেকোনো জিনিস পাওয়া,
রাস্তায় বেরোলেই এটা - ওটা খেতে চাওয়া,
কোথায় হারিয়ে গেল

ছেলে - মেয়ে বিভেদ টা নিমেষে তে ভুলে গিয়ে,
একসাথে সর্বাই আনন্দ বেটে নিয়ে,
জীবনের স্নোতে আজ জানিনা তো কোথা দিয়ে,
শৈশব কেটে গেল

... স্বপ্ননীল হালদার

শঙ্খচূড়

ওই, তোর হাতের বালা শঙ্খচূড়ে
সাজছে নাকি রাত,
তাই রাতের জ্বরেই ব্যস্ত প্রেমিক
ভীষন কুপোকাত।

নাকি, ঠোঁটের ভাঁজে তিল জেগেছে
আঁচড় খেলেই ব্যথা?
তাই, রঙিন প্রেমের আলতো ভাঁজে
সাজছে নচিকেতা।

তবে, থাকনা সেসব খামের ভাঁজে
ভিজলো না হয় কাক,
তোর বাহুল্যতার প্রেমটা বরং
লেপ তোষকেই থাক।

আজ, সহজ ভাষায় বলতে গেলে
ভাঙছি তাসের দেশ,
তবে, সিঁদুর শাঁখা শঙ্খচূড়ের
সাজটা কিন্তু বেশ।

.....অনিবান মানা

তিলোত্তমা কলকাতা

(PICTURE GALLERY) : Piyali Paul



তিলোত্তমা কলকাতা (PICTURE GALLERY)



জানবাজারের রানী রাসমণির
রাজবাড়ী

P.C. : Debanghy Kumar Chakraborty

ঠন্ঠনিয়া রাজবাড়ী

P.C. : Debanghy Kumar Chakraborty



মা আসছেন

মা আসছেন ।

শরৎকালের আকাশ আমার বড়ো পছন্দের। তাই কোনো কাজ না থাকলে এমনিই বেরিয়ে পড়ি - কখনো গাড়িতে, কখনো পায়ে হেঁটে। বাড়ি বলতে গেলে শহর এলাকাতেই। চলে যাই কোনো পার্ক বা মফস্বল অঞ্চলের দিকে। তবে পার্কে আজকাল একা উদ্দেশ্যবিহীনভাবে সময় কাটানো চাপের - যারাই ঢোকে, জোড়ায় ঢোকে, উদ্দেশ্য নিয়ে ঢোকে। তাই মফস্বল আমায় টানে বেশি। গিয়ে কোনো চায়ের দোকানে চা খাই, গাড়ির ছান্দু খুলে জিন্দেগী না মিলেগী দোবারা-র মতো হাওয়া খাই। প্রায় প্রত্যেক রবিবারের বাঁধা রঞ্জিন এরকম।

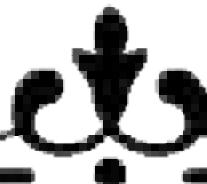
তো, সেদিন এরকমই যাচ্ছিলাম হুগলির দিকটাতে। হঠাৎ রাস্তার ধারে একটা দৃশ্য চোখে পড়তে থামালাম গাড়িটা। একটা বিশাল জলাভূমি ধরনের, পানা-পদ্মফুলে পুরো ভর্তি। একটা বাচ্চা ছেলে সেখানে দাঁড়িয়ে তেল মাখছে। ভাবলাম, এই পানা ভর্তি পুকুরে নামছে মানে? সাঁতার কাটবে কী করে? আর সাপ-খোপ থাকে বলেও তো শুনেছি।

গাড়ি থামালাম।

- এই বাচ্চা,
 - আমায় বলচো?
 - হ্যাঁ, এদিকে শোনো।
- ছেলেটা একটু দাঁড়িয়ে ভাবলো, তারপর কাছে এলো।
- কী হয়েছে, তাড়াতাড়ি বলেন।
 - তা তুমি যে এতে নামছো, সাঁতার কাটবে কী করে ?
পানায় ভর্তি তো!
 - বাবু, সাঁতার কাটবুনি, পদ্ম তুলব।
 - সেকি, সাপ থাকে তো !



- বাবু, সাপ আমারে কামড়ায় না ; মনসার জল আমার প্যাটে
আছে ।
- ফুল তুলে কী করবে ? বেচবে ?
- হ্যাঁ বাবু, দুঃখপুজো আসছে, পদ্মের বাজার লেগে গেছে, ঘাই দেরি
হয়ে যাচ্ছে ।
- দাঁড়াও, দাঁড়াও, সাপে কামড় দিলে কী হবে ? সাথেও তো কেউ নেই ।
ছেলেটা মাথা চুলকোচ্ছে, মনে হলো আগে এগুলো ভেবে দেখেনি ।
আমি বললাম, চলো, তোমার বাবার সাথে দেখা করে আসি চলো ।
ছেলেটা হুট করে হাত ছাড়িয়ে দৌড় মারল ।
আমি ভাবছি ছেলেটা পালালো কেন !
- আপনাকে দেখে জলাভূমির মালিক ভেবেছে হয়তো ।
পিছনে তাকিয়ে দেখি, ধূতি পরা, চোখে চশমা এক ব্যক্তি ; সন্তুষ্ট
প্রাইমারী স্কুলের টিচার হবেন ।
- বললাম, "চেনেন ছেলেটাকে ?"
- চিনবো না ? আমাদের স্কুলেই তো পড়ে ।
- ও, তা ছেলেটা এই পানাপুকুরে নেমে পদ্মফুল তুলছে, সাপে
কামড়াতে পারে তো !
- হ্যাঁ, পারে ।
- তো আপনি আটকান না ?
- কীকরে আটকাবো ? রতনরা চার ভাই, তিন বোন। বাবা কোন্ একটা
কারখানায় কাজ করে, সামান্য কিছু দেয় । পেট চলে না, তাই পুজোর
ফুল নিয়ে গিয়ে শহরে বেচলে তবে কিছু পায় ।
- সামান্য ফুল বেচে আর কৃত পাবে ?
- পায়, ওই দশ টাকা প্রতি পিস্, উম্ম, ওই প্রায় পাঁচশো-সাতশো পায়
পুজোয় । শুধু এ না, এর ভাইগুলোও এইসময়, কেউ বেলুন বেচে,
কেউ ওইসব খেলনা বেচে ।
- কেউ মারা যায় নি আজ পর্যন্ত এই ফুল তুলতে গিয়ে ?
-



- যায়নি আবার ! ওই তো, একটা ছেলে, নাম অনুপম, মারা গেল গত
বছর, আমার চোখের সামনে ।

- বলেন কী !

- আর কী বলবো দাদা, এই দীঘিতে নেমেছিল। একটা বেশ ডাগর
বড়সড় পদ্ম ছিল একটু ভিতরের দিকে। ছেলেটা যাচ্ছিল ফুলটা তুলতে,
সবাই দেখছিলাম দাঁড়িয়ে। হঠাৎ এক বিশাল কেউটে, লুকিয়ে ছিল
বুঝলেন, হাঁট করে বিশাল মাথা তুলে ছোবল। ছেলেটা ওখানেই শেষ;
আর ফিরে আসবে না ।

তাকিয়ে দেখলাম, অভিজ্ঞতার ভীড়ে চোখের উজল প্রায় হারিয়ে
গেলেও স্যারের চোখের কোণ চিকচিক্ক করছে।
বললাম, "দাদা, আমাকে দয়া করে ওই রতনের বাবার সাথে দেখা
করাবেন ?

- বলে দেখবেন তো, আমরা কী আর কম চেষ্টা করেছি ?

উনি আমায় একটা বাড়ির সামনে নিয়ে গেলেন। পাকা
বাড়ি, তবে দেওয়াল দেখে আয়ু আর বেশীদিন আছে বলে মনে হচ্ছে
না। মাটির মেঝে ; তিনটে মেঘে মেঝেতে বসে কাগজ কেটে কদম
ফুল বানাচ্ছে। আর একজন বয়স্ক মহিলা বাইরে উঠোনে বসে উন্ননে
ফুঁ দিচ্ছে আর কাশছে ক্রমাগত।

আমাদের দেখে মাথায় ঘোমটা টেনে চেঁচাল মহিলা,
- ওগো, ওই জমির মালিক এয়েচেন গো, এদিকে এসো এটুটু ।

এক লোক খালি গায়ে বেরিয়ে এলো ভিতর থেকে।
বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। আমাদের দুজনকে দেখে এগিয়ে এলেন।
এসে কাঁচুমাচু মুখ করে আমাদের বললেন, "মাপ করে দ্যান বাবুরা।
আমার ছোটোটা বিশাল বজ্জাত, কারোর কথা শোনে না" .
আমি বাধা দিয়ে বললাম, "না, না, আমি মালিক নই; অন্য একটা কথা
বলতে এসেছি" ।

উনি এবার আমাদের দিকে একটু সন্দিক্ষ দৃষ্টিতে দেখে বললেন,
"বলেন" ।

- রতন তো আপনার ছোট ছেলে ?

হ্যাঁ

- তা ওকে ওই জলের মধ্যে নামতে দিচ্ছেন কেন? স্কুলে পাঠান না?
এবার লোকটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "কী করবো বলেন, এতগুলো
ছেলেপুলে, বাপ হয়ে খেতে দিতে পারিনে। তা যদি ওরা খেটেখুটে আর
কিছু টাকা আনে, সে তো ভালোই। আর আমাদের ঘরে দাদা পড়াশুনো
শিখে কেউ উঠতে পারে না, তাই করে আর কী হবে !"
- সে নাহয় হোলো। কিন্তু আপনার ছেলে রতন যা করছে, তাতে তো
প্রাণের ভয় আছে। যেকোনো মুহূর্তে সাপে কামড়ে দিতে পারে।
- না, না আমাদের বংশের কাউকে সাপে কাটে না, আমরা মা মনসার
বরপুত্তুর।

একে বলে বোঝানোর আশা নেই দেখে বেরিয়ে এলাম।
বাড়ি ফিরে সেদিন রাতে স্বপ্ন দেখলাম, আমি জলের ধারে দাঁড়িয়ে।
সবাই পিছন থেকে উৎসাহ দিচ্ছে। আমি জলে নামছি আন্তে আন্তে
।নেমে দাঁড়িয়ে গেলাম, দেখি পা চলছে না। মনে হচ্ছে কোনো এক
বুকে চলা সরীসৃপ তার আঁশালো দেহটাকে নিয়ে আমার পা-কে
আঞ্চেপৃষ্ঠে বাঁধার উপক্রম করছে। মনে হল আরো একটা সাপ পায়ে
জড়িয়ে ধরেছে, পা অবশ হয়ে যাচ্ছে ; ধীরে ধীরে আরও সাপ জড়িয়ে
ধরছে, কোমর পেট বুক গলা মুখ চাপা পড়ে গেল সাপের তলায়। ঘুম
ভেঙে গেল। উঠে দেখি ঘামছি রীতিমতো।

দুর্গাপুজা চলে এল। আমাদের বাড়ি বনেদি বাড়ি। ফি বছরই
বড়ো করে দুর্গাপুজা হয়। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

ষষ্ঠীর সকালে, বাড়ির সবাই বিশাল ব্যস্ত। পুরোহিতের লাখ
জিনিস চাই, যোগাড় করতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছে সবাই। হঠাৎ একটা
শোরগোল - একশো আটটা পদ্মের মধ্যে চারটে কম! বিকল্প খোঁজার
উদ্দেশ্যে সেরা মাথারা একত্রিত হলো। আমি বললাম, চারটে কম
পড়লে মা কী খুব একটা রাগ করবেন? নাহয় আশীর্বাদ একটু কম
করেই দেবেন। তা পুরোহিতের চোখ দেখে মনে হল আমাকে ভস্ম
করার দায় দেবী ওনার ওপরেই দিয়েছেন।

অগত্যা গাড়ি নিয়ে বেরোনো গেল। বাজারে গিয়ে কিছু ছেঁড়া

ପାପଡ଼ି ଛାଡ଼ା ବିଶେଷ କିଛୁ ମିଲିଲୋ ନା । ହଠାତ୍ ଏକଟା ଛେଲେ ଚୋଥେ ପଡ଼ିଲୋ - "ଖେଳନା ନେବେ ଖେଳନା, କୁଡ଼ି ଟାକାର ମାନ ଦଶ ଟାକାଯ, ବିଦେଶୀ ଖେଳନା ଆଛେ ଦାଦା ।" ପାତି ପ୍ଲାସିଟିକେର ବନ୍ଦୁକ ନିଯେ ଦାଁଡ଼ିଯେ ଚେଂଚାଚେ ଛେଲେଟା । ଦେଖେଇ ହଠାତ୍ କରେ ସେଦିନେର ଛେଲେଟାର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲୋ । ହୟତୋ ତାରଇ ଦାଦା ।

ଗାଡ଼ି ସ୍ଟାର୍ଟ ଦିଲାମ । ଗନ୍ତବ୍ୟ ସେଦିନେର ସେଇ ଜଳାଭୂମି, ଯଦି ଦେଖା ହୟେ ଯାଇ ସେଇ ଛେଲେଟାର ସାଥେ । ଗିଯେ ଦେଖି ସେଇ ଏକଇ ଜ୍ଞାନଗାୟ ଛେଲେଟା ବସେ ଆନମନେ ଜଲେ ଟିଲ ଛୁଁଡ଼ିଛେ ।

ଡାକଲାମ, " ଏହି ଛେଲେ ଏଦିକେ ଶୋନୋ ।"

ଆମାକେ ଦେଖେଇ ଯେନ ଭୂତ ଦେଖାର ମତୋ ଚମକେ ଉଠିଲେ ଛେଲେଟା । ଛୁଟେ ପାଲାତେ ଗେଲ । ଆମି ଓର କାଁଧଟା ଧରିଲାମ ଶକ୍ତ କରେ, ବଲଲାମ, "ଆମାର ଚାରଟେ ବଡ଼ ଦେଖେ ପଦ୍ମ ଲାଗବେ, ଏନେ ଦିତେ ପାରବେ ?"

ତାକାଳେ ଆମାର ଦିକେ, ବଲଲୋ, "କୁଡ଼ି ଟାକା କରେ ଲାଗବ ବାବୁ, ବଡ଼ ପଦ୍ମ କମ ଆଛେ ।

ପକେଟ ଥିକେ ଏକଶୋ ଟାକା ବାର କରେ ହାତେ ଦିଲାମ, "ଫେରତ ଲାଗବେ ନା, ରେଖେ ଦାଓ ।

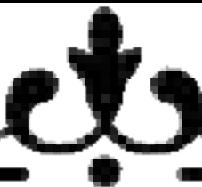
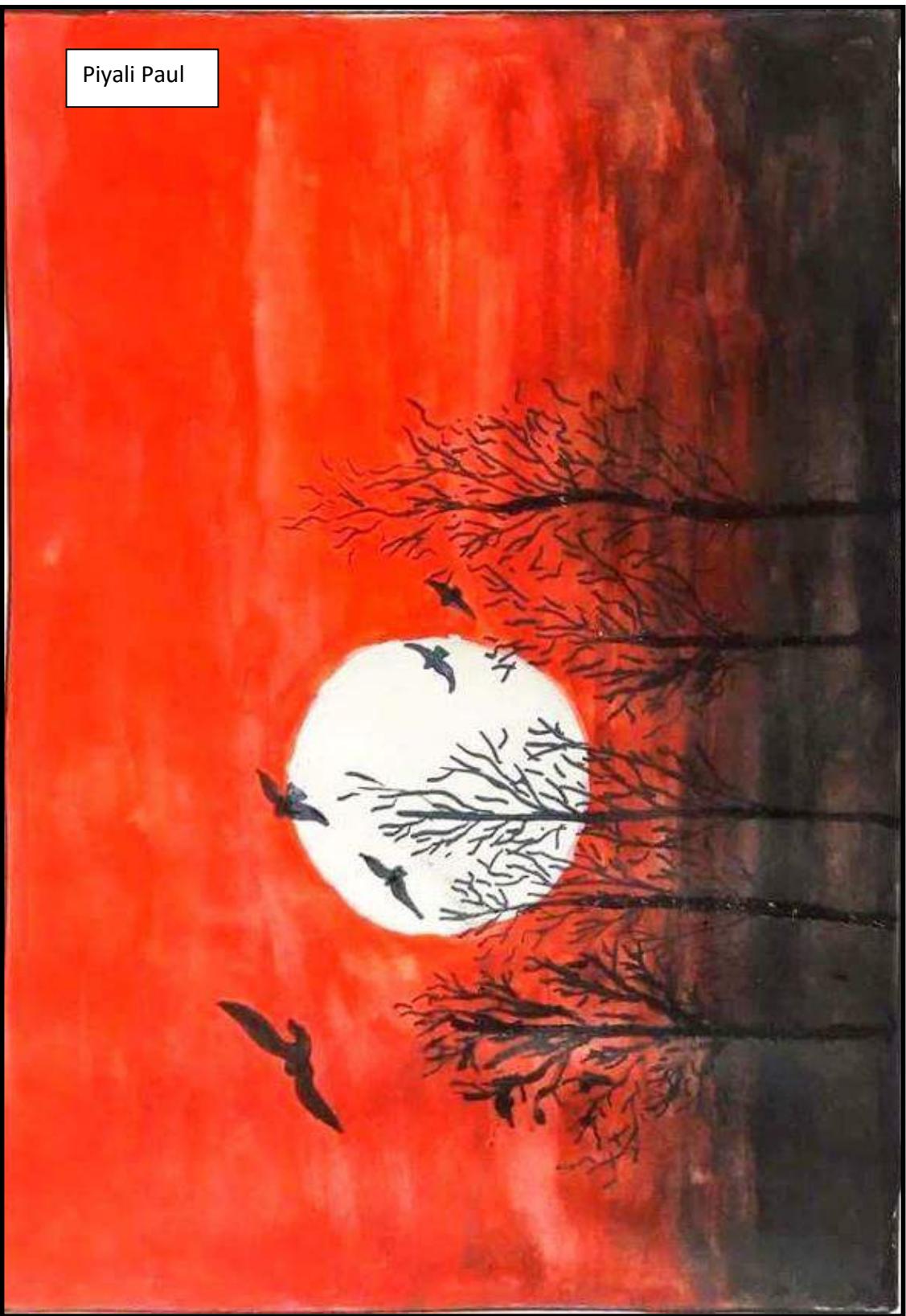
କିଛୁ ବଲଲୋ ନା ଛେଲେଟା, ଟାକାଟା ନିଲ, ଘାସେ ଚଟିର ମଧ୍ୟେ ଚୁକିଯେ ରାଖିଲ । ମନେ ମନେ କିଛୁ ବିଡ଼ିବିଡ଼ କରେ ଦୁହାତ କପାଲେ ଠେକାଳେ, ବସିଲୋ ଜଳାଭୂମିର ଧାରେ ।

ପାନାଯ ଟେକେ ପୁରୋ ପୁରୁଷ, ନୀଚେର ଜଗଃ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଜାନା । ଅକୁତୋଭୟ ଛେଲେଟା ନିଜେର ଜୀବନକେ ମା ମନସାର ଜିମ୍ବାଯ ରେଖେ ପା ରାଖିଲ ସେଇ ଅଜାନା ଦୁନିଆର ଅଭ୍ୟନ୍ତରେ । ପାନା ସରିଯେ ସରିଯେ ପା ଟିପେ ଟିପେ ଏଗୋତେ ଲାଗଲୋ ପଦ୍ମର ଖୋଁଜେ, ପୁଜୋଯ ମାକେ ଆରଓ ରଙ୍ଗିନ ଚୋଥେ ଦେଖିତେ ।

ମା ଆସିଛେନ ॥

..... ସ୍ଵପ୍ନନୀଲ ହାଲଦାର

Piyali Paul



অমণ : বিশাখাপত্তনম.... স্বন্ধনীল হালদার



পাহাড় দেখা
যায় দূরে

জলপ্রপাত



নীল সমুদ্র

স্বপ্নের হাতছানি

স্বপ্ন দেখতে শিখছি আমি
আবার নতুন করে,
স্মৃতিদেরকে পাঠিয়ে দিয়েছি
অনেক অনেক দূরে।
হাসব আবার, কাঁদব আবার,
দেখবো স্বপ্ন আবার;
ঠেঁটের কোণের চিলতে হাসি
ফিরিয়ে আনব আবার॥
দীঘদিনের আঁধার শেষে
চাঁদ উঠেছে হেসে,
চলতে চলতে পৌঁছে গেছে
সে এক নতুন দেশে।
হঠাৎ আসা স্নোতের টানে
হারিয়েছিলাম দিশা,
একগ একা পার করেছি
বহু বিনিদ্র নিশা।
আজকে আবার এসেছি ফিরে
সারিয়ে আগের ক্ষত,
চিনতে চাইছি আলোর রেখা
এগিয়ে চলেছি ঘত।
স্বপ্ন দেখতে চাইছি আবার
চাইছি হাতটা ধরতে,
নতুন ভাবে, নতুন করে
জীবন শুরু করতে।
সাথে থাকার, পাশে থাকার
প্রতিশ্রুতি দিস,
একটু ভেঙে, একটু গড়ে
আপন করে নিস॥

.....চন্দ্রমৌলী দাস

স্বপ্ন

“কোন কোন মানুষ আসলে গভীর ঘুমের সময় মরে যায় জানেন?”

লোকটা অঙ্গুত চোখ করে আমাকে কথাগুলো বলল।

সক্ষে হয়েছে। বৃষ্টি পড়ছে। স্টেশনে বসে আছি। ট্রেন আসতে দেড়ঘণ্টা দৈরী।

একটা ধ্যান্দেড়ে গোবিন্দপুরে ডাঙ্গার ভিজিটে পাঠিয়েছিল শান্তনুদা। শান্তনুদা আমাদের ম্যানেজার। মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভের কাজ যেদিন থেকে করা শুরু করেছি কেন জানি না শুরু থেকেই দেখেছি শান্তনুদার আমাকে ঠিক পছন্দ নয়। নইলে মহাদেবপুরের মত জায়গায় কেউ পাঠায়?

সকাল সকাল বেরিয়েও দুপুরের আগে পৌঁছতে পারি নি। ডাঙ্গার খাস্তগীরকে মিট করে ফিরছি। ফাঁকা স্টেশন। টিকেট কেটে ট্রেনের জন্য বসে আছি এই সময় এই ভদ্রলোকের আগমন। কোন ভূমিকা ছাড়াই অঙ্গুত প্রশ্নটা করে বসলেন।

আমি বললাম “এরকম তো কিছু হয় বলে জানা নেই”।

লোকটা বলল “এই মানুষেরা যে স্বপ্ন দেখেন, তা কিন্তু স্বপ্ন না, তাদের আত্মা টাইম ট্রাভেল করে। সব দেখেশুনে আবার দেহে প্রাণ ফিরে এলে তাদের ঘুম ভাঙ্গে। যেটুকু স্বপ্ন মনে থাকে তা আসলে সূত্রি”।

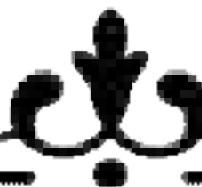
আমি লোকটার চোখ দেখে ঠাহর করার চেষ্টা করলাম গাঁজা টাজা খেয়ে আছে নাকি।

দেখলাম সেরকম কিছু না। বললাম “দেখুন স্বপ্নে টাইম ট্রাভেল যদি করেও, কত লোকই তো কত কিছু নিয়ে উল্টো পালটা স্বপ্ন দেখে। সেটা তাহলে কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন”।

লোকটা আমার প্রশ্ন শুনে উৎসাহিত হল, বলল “গুড কোয়েশেন। আত্মা ট্রাভেল করছে তো ওই সময়টা। আত্মার অসাধ্য কিছুই নেই”।

আমি বললাম “আপনি কি ইন্সেপশন দেখেছেন?”

লোকটা বলল “দেখেছি। স্বপ্নের ভিতর স্বপ্ন। খারাপ না সিনেমাটা”।
লোকটা উদাস মুখে পকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে ধরাল।
আমি অবাক হলাম। শহর থেকে এত দূরে এই পাণ্ডবর্জিত জায়গায় পাগলু বাদ দিয়ে যে
কেউ ইন্সেপশন দেখতে পারে সেটা তো কম কথা না।
মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছিল। মাঝে মাঝে দূরপাল্লার ট্রেনগুলো প্রবল গতিতে স্টেশনটাকে
অবজ্ঞা করতে করতে চলে যাচ্ছিল।
লোকটা বলল “আপনি মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ”।
আমি বুরুলাম আমার ব্যাগটা দেখে ধরেছে। বললাম “হ্যাঁ, আপনি?”
লোকটা বলল “আমি স্বপ্ন দেখি। ওটাই আমার কাজ”।
বললাম “স্বপ্ন দেখে পেট ভরে?”
লোকটা বলল “তাছাড়াও প্রাইমারি স্কুলে পড়াই। কিন্তু কেন ভরবে না? ঠিক ঠাক স্বপ্ন
দেখতে পারলে সব কিছু করা সম্ভব। কন্টেন্টেশনটাই তো আসল”।
আমি বললাম “স্বপ্ন দেখে লোকে পেট ভরতে পারে?”
লোকটা গন্তীর মুখে বলল “স্বপ্ন দেখে যেখানে খুশি যেতেও পারেন। ভূতের রাজার বর
লাগবে না”।
আমি বুরুলাম লোকটা আমার জানার বাইরেও খুব ভাল কোয়ালিটির কোন নেশা করেছে।
উত্তর না দিয়ে মোবাইলটা বের করলাম। আড়চোখে দেখলাম লোকটা চোখ বন্ধ করে
বসে আছে। ঈশানীর সঙ্গে আমার তিনমাস পরে বিয়ে। মেসেঞ্জারে ওর সঙ্গে বিয়ের
কেনাকাটা নিয়ে কথা বলছিলাম একসময় লোকটা বলে বসল “আপনি এই বিয়েটা
ক্যান্সেল করে দিন। করবেন না”।
আমি লোকটার দিকে অবাক হয়ে তাকালাম। লোকটা বলল “এই স্বপ্নের মধ্যে আপনাকে
একটু স্টাডি করে নিলাম। যা বুরুলাম আপনি সম্পর্কের ব্যাপারে খুব পরনির্ভরশীল। এই



বিয়েটা আপনার কোন বন্ধু ঠিক করে দিয়েছে। বন্ধুটির নাম শাশ্বত। আপনাকে কোনদিন সে বলেছে ঈশানীর সঙ্গে তার একটা সম্পর্ক ছিল?”

নিজের অজান্তেই আমার মুখ থেকে বেরিয়ে এল “না। কিন্তু আপনি এত সব কী করে জানলেন?”

লোকটা সহজ গলায় বলল “আপনি আমাকে বিশ্বাস করেন নি শুরুতে, ভেবেছেন আমি নেশা করে আছি”।

আমি বললাম “আপনি আমাকে ফলো করছেন নিশ্চয়ই কদিন ধরে। তাই জানতে পেরেছেন”।

লোকটা একটা হাই তুলতে তুলতে বলল “সাকুল্যে মাইনে পান বাইশ হাজার টাকা। ইন্সেন্টিভ ধরে তিরিশ। বাড়ি বলতে একটা দু কামরার ফ্ল্যাটে থাকেন মার সাথে। তাতে আবার স্নান করতে করতে মাঝে মাঝে জল চলে যায়। আপনার পিছন পিছন ঘুরে আমার সময় নষ্ট করার মানেটা কী বলতে পারেন?”

আমার মুখের হাঁটা ধীরে ধীরে বড় হচ্ছিল। আমি লোকটার দিকে এবার ভাল করে দেখলাম। পরিষ্কার করে দাঢ়ি কাটা। জামা কাপড় ধোপদূরস্ত। তবে গায়ে গ্রামের গন্ধ লেগে রয়েছে। শহরের লোক না তা বোঝা যাচ্ছে।

আমি বললাম “আমি যা বুঝতে পারছি আপনি স্বপ্নে থট রিডিং করছেন। এ তো অবিশ্বাস্য ক্ষমতা। আপনি এই গ্রামে কী করেন?”

লোকটা বলল “বললাম তো প্রাইমারি স্কুলে পড়াই। মিড ডে মিল দেখা শোনা করি”।

আমি বললাম “আপনার বাড়ি কোথায়?”

লোকটা বলল “এককালে কলকাতায় থাকতাম। এখানে চাকরি করছি প্রায় বছর দশেক। এখানেই থেকে গেলাম। তারপর শহরে ফিরে যাই নি আর”।

আমি বললাম “আপনার এই সুপার ন্যাচারাল ক্ষমতার কথা কে কে জানে?”

লোকটা বলল “কেউ না। আমি কাউকে বলি না। এ জায়গার মানুষ ভাল। তাদের মুখ
আর মনে কোন পার্থক্য নেই। তাই আমার সুপার ন্যাচারাল ক্ষমতা এখানে প্রয়োগ করার
কোন প্রয়োজন পড়ে না। প্রতি বিকেলেই আমি স্টেশনে আসি ট্রেন দেখতে। চলন্ত
ট্রেনের কোন মানুষের গল্প জানা আমার একটা হবি হয়ে গেছে। আমি সবই জানতে
পারি। কিন্তু নিজের ভিতরেই রাখি”।

আমি বললাম “তাহলে আমাকে কেন দেখাতে গেলেন?”

লোকটা বলল “আপনার মধ্যে আমি নিজেকে দেখতে পাই বলে”।

আমি বললাম “মানে?”

লোকটা একটা ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি হেসে বলল “আপনিও ঘুমের মধ্য মারা যান প্রতিদিন”।

আমি হাসলাম “ধূস, কী যে বলেন”।

লোকটা বলল “আপনি ঘুমোতে যাবার আগে কোন মানুষের সম্পর্কে একটু বেশি ভাবলে
তাকে স্বপ্নে দেখতে পান না?”

আমি বললাম “সে তো স্বাভাবিক। এটা অবচেতন মনের প্রক্রিয়া”।

লোকটা মাথা নাড়ল “সবার ক্ষেত্রে সেটা হয় না। যাকে স্বপ্নে দেখতে চাইবে তাকে নাও
দেখতে পারে সবাই। আপনি স্পেশাল। আমার মত। পৃথিবীতে আমাদের মত অনেকেই
আছেন। তারা জানেন না। আমি জানি। আপনাকে জানালাম। আপনিও জানবেন।

আপনি এক কাজ করুন। চোখ বন্ধ করে কোন কিছু নিয়ে তীব্রভাবে ভাবুন তো”।

আমি চোখ বন্ধ করে ঈশানীর কথা ভাবতে লাগলাম। চোখের সামনে ভেসে উঠল ঈশানী
শাশ্বতকে টেক্কট করছে। চোখ খুলে বললাম “আমি যেটা দেখলাম সেটা তো আপনি
বললেন। এটা তো আপনার কথার এফেক্ট হতে পারে”।

লোকটা হাসিমুখে বলল “একদম। হতেই পারে। অন্যকিছু ভাবুন। আপনি এই স্টেশন
নিয়ে ভাবুন। চোখ বন্ধ করুন। ঘুমনোর চেষ্টা করুন”।

আমি চোখ বন্ধ করে মহাদেবপুর স্টেশন নিয়ে ভাবতে শুরু করলাম। দেখলাম একটা
এক্সপ্রেস ট্রেন সিগন্যাল না পেয়ে মহাদেবপুর স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছে।
চোখ খুললাম। বললাম লোকটাকে এই স্বপ্নের কথা। লোকটা বলল “ভাল হল তো।
ফালতু লোকাল ট্রেনে আর ফিরতে হবে না। এক্সপ্রেস ট্রেনে উঠে পড়বেন”।
আমি বললাম “ধূস। এটাও মনের আশা থেকেই দেখলাম”।
লোকটা হাসল “বেশ তো। দেখে নেবেন। স্বপ্ন দেখাও অনেক অনুশীলনের ব্যাপার।
আমি অনেক কষ্টে এখন টাইম ট্রাভেলটা শিখছি। ভবিষ্যতে কিংবা অতীত দেখার চেষ্টা
করছি। এখনও পারি নি। অদূর ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই পারব। যা বুঝলাম আপনি স্বপ্ন দেখার
দিক থেকে আমার থেকেও অ্যাডভান্স। কম সময়ের জন্য হলেও টাইম ট্রাভেল করে
ফিউচার দেখেছেন। রোজ একটু সময় হলেও চেষ্টা করুন। আর শুনুন, দশটা লোককে
বলে বেড়াবেন না যে আপনি এটা পারেন। ইন ফ্যাক্ট কাউকেই বলবেন না। ক্ষমতাটা নষ্ট
হয়ে যাবে”।

আমার সব কিছুই অবিশ্বাস্য লাগছিল। আমি বললাম “আপনার নাম কী?”
লোকটা বলল “অর্জ্য দাশগুপ্ত। নিন আপনার ট্রেন এসে গেছে। অন্তত দু ঘন্টা আগে
আপনি বাড়ি পৌছবেন আজ”।

আমি অবাক চোখে দেখলাম একটা এক্সপ্রেস ট্রেন আমার এই অকিঞ্চিত্কর ছোট স্টেশনে
এসে দাঁড়িয়ে গেল। আমি বললাম “আপনার ফোন নাম্বার আছে?”

লোকটা মাথা নাড়ল “ওসব ইউজ করি না। আপনি আসুন। সিগন্যাল কিন্তু বেশিক্ষণ থাকবে
না”।

আমি অবাক চোখে লোকটার দিকে তাকাতে তাকাতে ট্রেনে উঠলাম। ট্রেনটা সঙ্গে সঙ্গেই
ছেড়ে দিল।

লোকটা হাসি হাসি মুখ করে আমার দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ছিল।



আমি একটা বসার সিট পেলাম কপালজোরে। টিটিকে বলে টিকেটটা আপগ্রেড করানো
গেল। সারাটা রাস্তা ঘুমাতে পারলাম না। প্রতিবারই মনে হতে লাগল কী দেখতে কী
দেখব, তার চেয়ে চোখ খুলে থাকাই ভাল।

বাড়ি পৌঁছলাম যখন তখন রাত ন' টা বাজে। মা উদগ্রীব মুখে অপেক্ষা করছিল। আমি
পৌঁছতে স্বন্দির নিঃশ্বাস ফেলে বলল “কী যে একটা চাকরি করলি। কোথায় কোথায়
যেতে হয়। ঈশানীকে একটা ফোন করিস তো। কাল দুজনে গিয়ে আংটিটা দেখে
আয়”।

আমি এড়িয়ে যেতে চাইলাম “কাল কাজ আছে মা। পরশু কর”।

মা বিরক্ত মুখে বলল “তুই এই করে যা”।

আমি আর কথা না বাড়িয়ে ব্যাগটা রেখে মুখ হাত ধুয়ে ঈশানীকে ফোন করলাম, একটা
রিং হতেই ঈশানী ধরল “হ্যাঁ, ফিরেছ?”

আমি একটু থেমে বললাম “আচ্ছা একটা কথা বলবে আমায়?”

“বল”।

“তোমার সঙ্গে কি শাশ্বতর কোন সম্পর্ক ছিল কোন কালে?”

ওপাশে বেশ কয়েক সেকেণ্ড নীরবতা। তারপর ফোনটা কেটে গেল।

আমি ফোনটা রেখে চুপ করে বসে থাকলাম।

ফোনটা বেজে উঠল মিনিট দশক বাদে, দেখলাম শাশ্বত। ধরলাম “বল”।

“তুই ঈশানীকে কী বলেছিস?”

আমি বললাম “সিম্পল একটা জিনিস জানতে চেয়েছি। আচ্ছা তুই না হয় উত্তরটা
দে”।

শাশ্বত বলল “কোন শুয়োরের বাচ্চা তোর কান ভাঙ্গিয়েছে?”

নিজের অজান্তেই আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল “বিকেল ছ'টা নাগাদ ঈশানী তোকে
মেসেজ করেছিল ‘তোমার বউকে একটু বাপের বাড়ি পাঠাও না বাপু, কতদিন তোমায়

শাশ্বত ওপাশ থেকে তোতলাতে লাগল “মি... মিথ্যা কথা, এ এঙ্গেবারে জঘন্য মিথ্যে
কথা, ছি ছি ছি, কোন শালা আমার ফোন হ্যাক করছে?”

আমি ঠাণ্ডা গলায় বললাম “আগে ঠিক করে নে মিথ্যা কথাটা হিসেবে ধরব না হ্যাক করার
কথাটা?”

শাশ্বত অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করতে লাগল আমাকে। আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে
ফোনটা কেটে দিলাম।

মা খাবার জন্য ডাকাডাকি শুরু করে দিয়েছে। আমি উঠে খাবার টেবিলে বসে মাকে
বললাম “ঈশানীর সঙ্গে আমার বিয়েটা ভেঙ্গে গেছে মা। অন্য কোন মেয়ের সঙ্গে বিয়ে
ঠিক করতে হবে”।

মা কোন কথা না বলে আমার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

ভাত বেড়ে দিল আপনমনে গজগজ করতে করতে। আমি খেয়ে ঘরে গিয়ে ল্যাপটপটা
বের করে ডস্টের ভিজিটের রিপোর্টটা কোম্পানির ওয়েবসাইটে আপলোড করে চুপচাপ
বসে থাকলাম।

কয়েক সেকেন্ড বাদে চোখ বন্ধ করলাম।

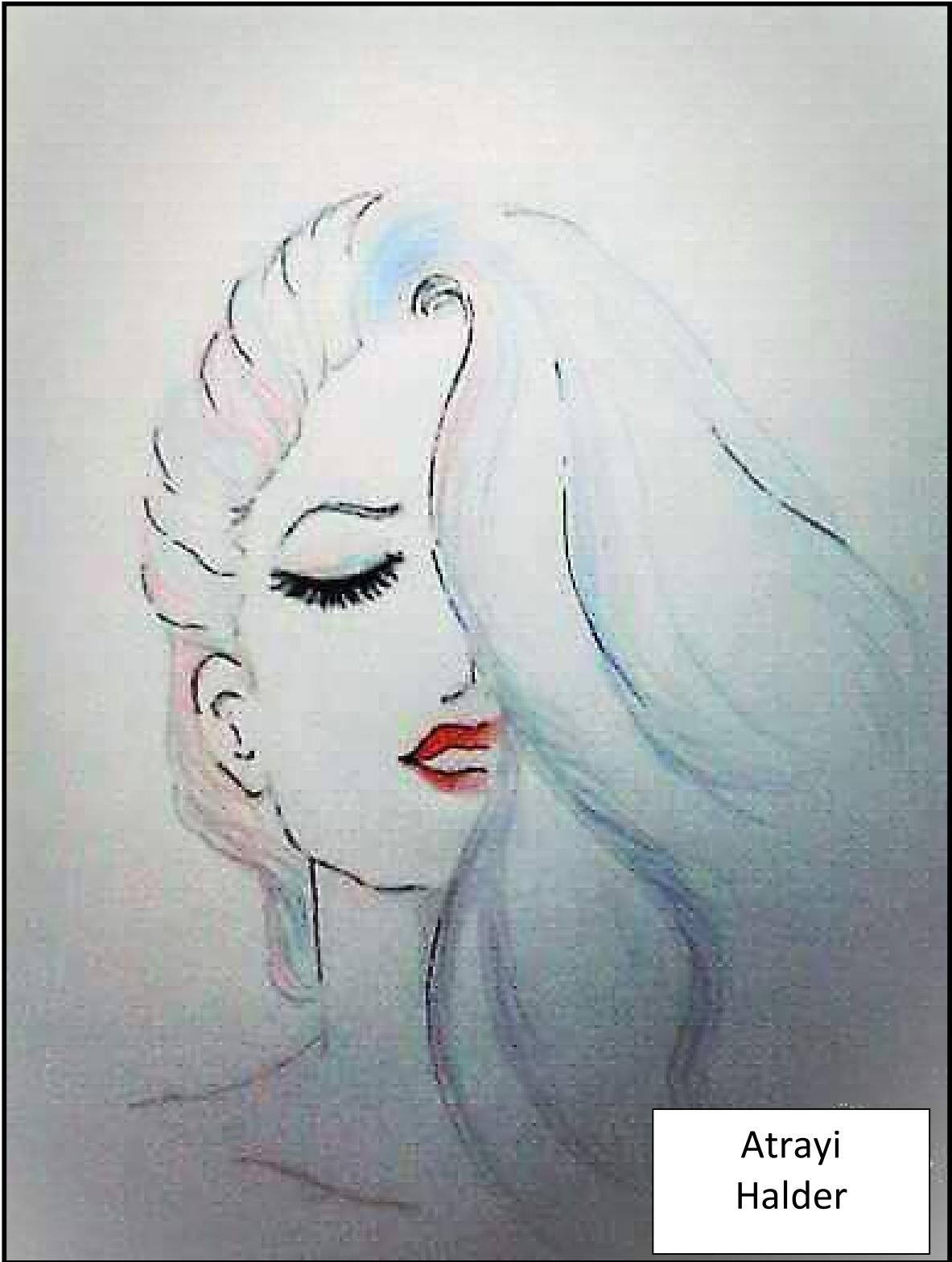
মিনিট পাঁচেক বাদে ধড়মড় করে উঠে বসলাম।

সে রাতে আমার আর ঘুম এল না।

পরের দিন ভোর হতেই ট্রেন ধরে মহাদেবপুরের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম।

দশটা নাগাদ স্টেশন পৌঁছে দেখলাম স্টেশনের বাইরে জনা পঞ্চাশেক লোকের ভিড়।
এলাকার এক প্রাইমারি স্কুলের মাস্টার আজ সকালবেলা ট্রেনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা
করেছেন।

...অভীক দত্ত (অর্জুন দত্ত)



Atrayi
Halder

বন্ধু

তোরা দুর্বার,
তোরা চঞ্চল,
তোরা উন্মাদ বলে মন।

তাই,
থেকে যায়,
ভেজা স্মৃতিরা
সাথে বেজে ওঠে টেলিফোন।

আজও,
আসে ভেসে, নানা ডাকনাম,
শুধু ক্লাসরুম নেই আজ
মোড়া রাংতায়
তাই, বুনেছে অবুব
বন্ধু বেলার সাজ।।

.....অনিবান মান্না

গল্প বলাই কাজ

ইতিহাস থেকে আধুনিক,
কেবল বদলাই ঘটে চলে;
জ্যৈষ্ঠের ঝড়, আষাঢ়ে শ্রাবণ
কত কিছু যেন বলে যায়।
যেমন করে মুহূর্তেরা স্মৃতি হয়ে ওঠে,
তেমন ভাবেই ওরা রোজ আসে;
আর ভালোবেসে ফিরে যায়,
ক্লান্ত পথিক ঘুরে দাঁড়ায়,
মৃতপ্রায় নারী শুরু করে তার সাজ;
আমি লিখে চলি, আজ লিখে চলি,
আমার তো গল্প বলাই কাজ।

.....সোহান ঘোষ

বঙ্গনারী

চৌরাস্তার মোড়ে বঙ্গনারীর বাস,
চুল ভেজেনি, চোখ ভিজেছে, অকাল শ্রাবণ মাস।
তাঁতের শাড়ি, ঝুমকো কানে পরিচিত নারীবেশ;
ইঁটের পাহাড়, ঘামের ম্বেহ, তাহাদের অবশেষ,
এ কেমন বিচার? প্রশ্ন যদি ওঠে,
শুনবে না কেউ, ডুববে তখন বঙ্গনারীর ঠেঁটে

.....সোহান ঘোষ



Photography blog

By: Arkapraba
Naskar



@rkaprabra



Rupam Rana



ମଗଜାନ୍ତ୍ର

...ଶ୍ରୀ ସରକାର



তথ্যচিত্র

কবিতারা বাঁচতে চায়
কবিতা হয়ে.....।
কিন্তু কোথাও কোন এক
অজানা দেশপ্রাণ ঘুরে
মেঠোপথ ধরে----
জলকলশি কাঁধে
যখন চলতে থাকে.....
তখন হঠাৎই
আচমকা
একটা অন্তৃত শব্দ।

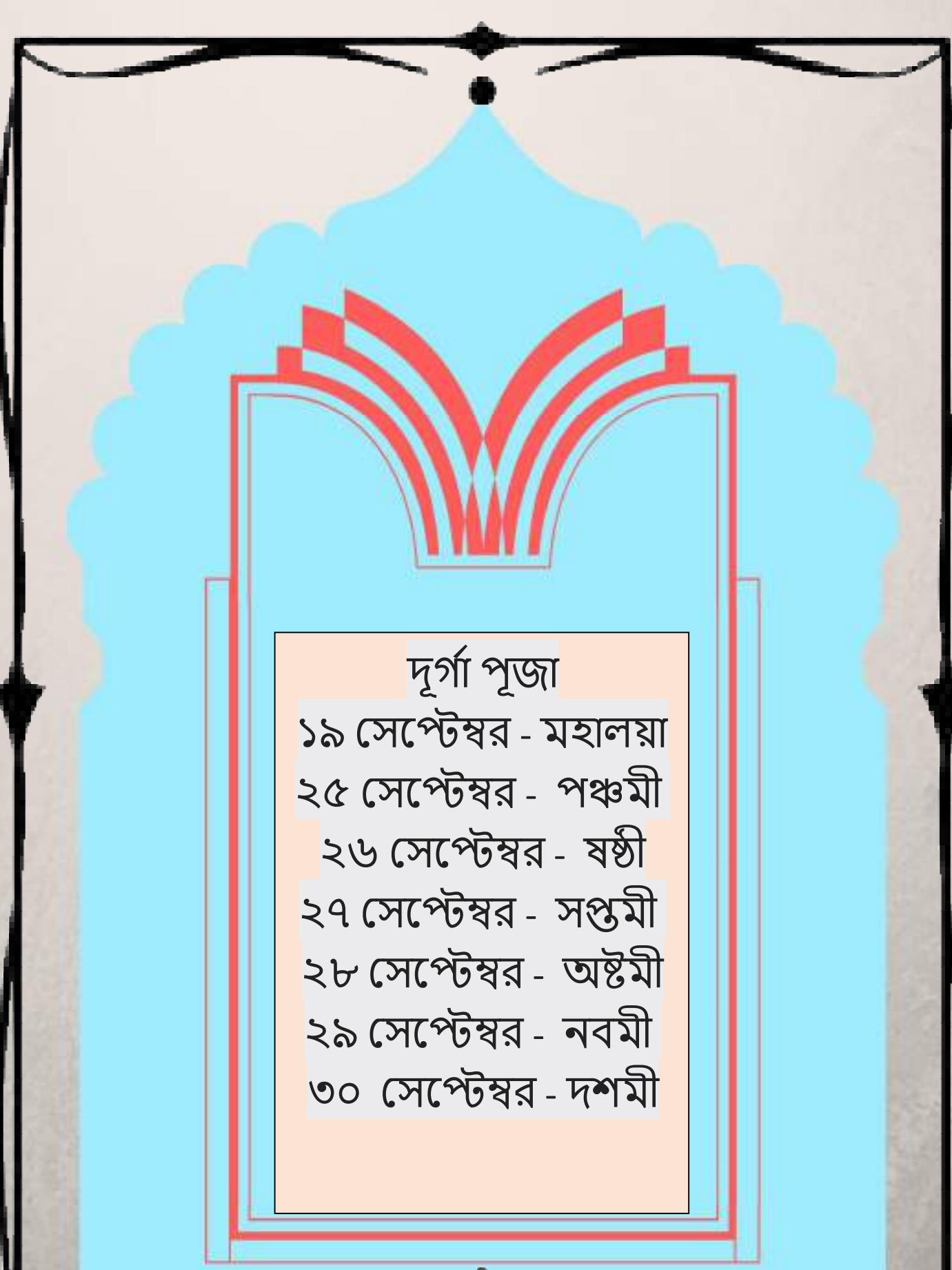
.....
ওদের কেড়ে নেয় জীবন।
স্থির অপলক
চোখের কোণে,
কয়েক ফৌঁটা রঙ,
আজও ওরা জুলছে
কবিতার ভাষায়,
কবিতার জীবনঅক্ষরে।।
...সপ্তরথী



অগুগল্লঃ মেয়েটি

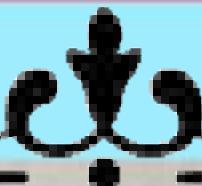
রাত ৯:২০.....বৃষ্টি ভেজা প্রায় শুনশান রাস্তায় জুতোর হিলের হিল্লোল তুলে
হেঁটে চলেছে এক অষ্টাদশী.....'একা'। পরনে শাড়ী....সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান
থেকে এখন তার গন্তব্য বাড়ি। খানিক আগের বৃষ্টির স্পর্শ লেগে রয়েছে তার
সর্বাঙ্গে.....সম্পূর্ণ ভিজে গেছে সে। কিছু অবাধ্য নজরের অনুমতিবিহীন
আনাগোনা শুরু হয়েছে। মেয়েটি হাঁটার গতি বাড়ালো। ইতিমধ্যেই সে টের
পেল কিছু পদশব্দও অনুসরণ করছে তাকে....ভেসে আসছে কিছু তর্ফক
মন্তব্যও। কিছুক্ষণ পর আরও কয়েক জোড়া পা এসে শব্দগুলো বাড়িয়ে তুলল।
মেয়েটি হাঁটছে.....পায়ের গতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে তার হৃদস্পন্দন।
হঠাৎই অতি পরিচিত কঢ়ের একটি মন্তব্য কানে গেল তার.....কয়েক মুহূর্তের
জন্য তার হৃদকস্পন্দন যেন থেমে গেল। ততক্ষণে আকাশের বারিবর্ষণে ছেদ
পড়লেও এবার তা নামল মেয়েটির দুচোখ বেয়ে। ঝাপসা চোখে, টলমল পায়ে
কোনো মতে সে বাড়ি পৌঁছোলো। অনুসরণকারীদের দলও ততক্ষণে হেঁটে
গিয়েছে উল্টো পথে.....যায়নি শুধু একজন.....কারণ তার আর মেয়েটির
ঠিকানা একই.....
মেয়েটি সম্পর্কে তার বোন.....

... চন্দ্ৰমৌলী দাস



দূর্গা পূজা

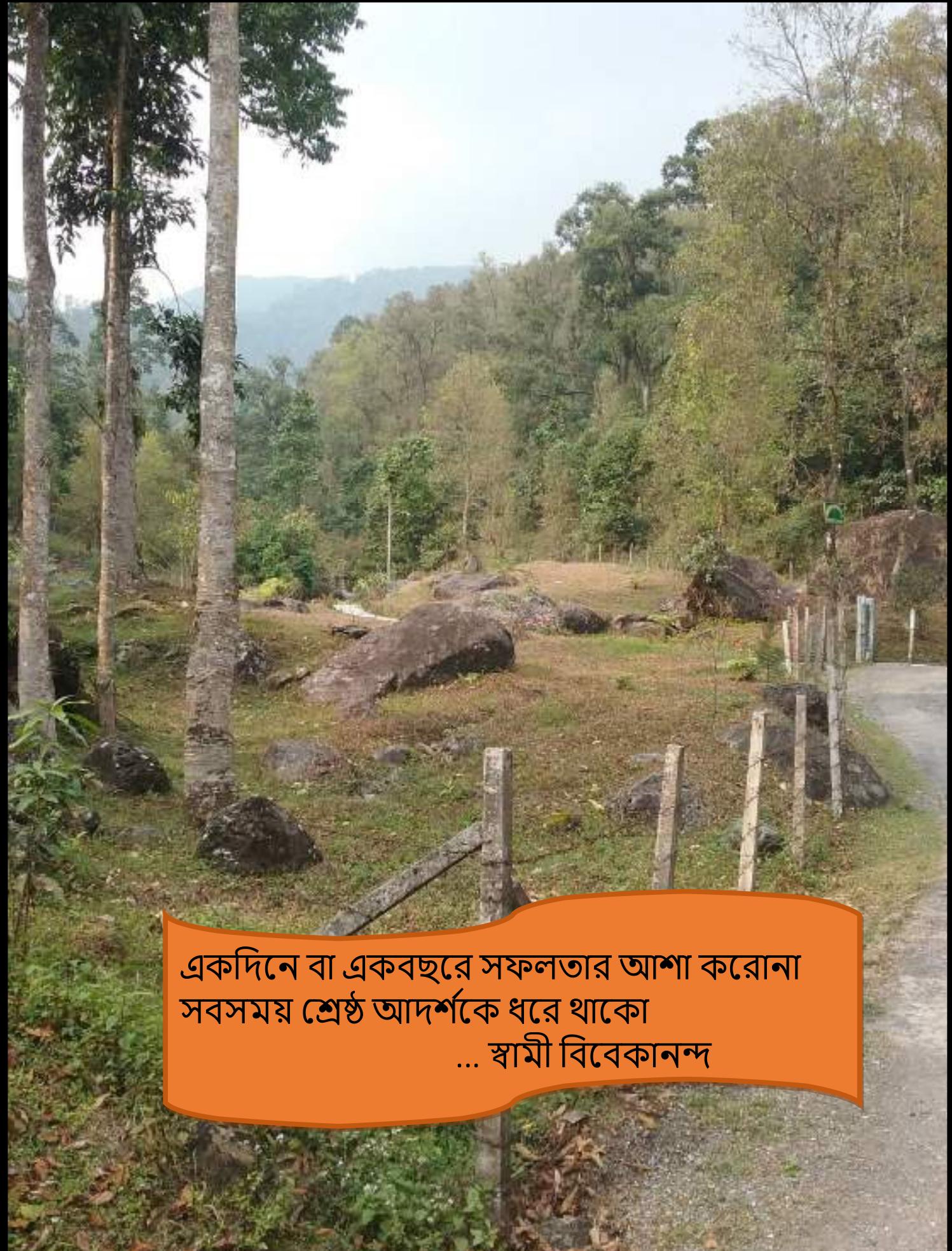
- ১৯ সেপ্টেম্বর - মহালয়া
- ২৫ সেপ্টেম্বর - পঞ্চমী
- ২৬ সেপ্টেম্বর - ষষ্ঠী
- ২৭ সেপ্টেম্বর - সপ্তমী
- ২৮ সেপ্টেম্বর - অষ্টমী
- ২৯ সেপ্টেম্বর - নবমী
- ৩০ সেপ্টেম্বর - দশমী



**THANK YOU VERY MUCH FOR READING
OUR MAGAZINE**

**WE SHALL BE EXTREMELY GRATEFUL IF
YOU KINDLY SHARE OUR E-MAGAZINE
TO YOUR SOCIAL MEDIA PAGES SO THAT
OUR HUMBLE EFFORT REACHES
EVERYONE**





একদিনে বা একবছরে সফলতার আশা করোনা
সবসময় শ্রেষ্ঠ আদর্শকে ধরে থাকো
... স্বামী বিবেকানন্দ